কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
(মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সহ নিয়োগ প্রাপ্ত)

ডিও নংঃ এনএইচআরসিবি/চেয়ারঃ/৪১৯/১৬- ৪৬ তারিখঃ ১০/০৬/১৮

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ সারাবিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতীয় অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা তাদেরকে সাময়িক আশ্রয়, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধিতে ভূষিত করেছে।

২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গারা যখন ব্যাপক হারে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তাৎক্ষণিকভাব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে এবং এখনও পর্যন্ত রোহিঙ্গা সঙ্কট কমিশন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কমিশন বিভিন্ন সময়ে একাধিক তথ্যানুসন্ধান করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকদলের মাধ্যমে মিয়ানমারে যৌন নির্যাতনের শিকার এমন ৫৩ জন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে কমিশন গোপনীয়তার সাথে ডকুমেন্ট করেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর যেসকল প্রভাব পড়েছে তা নিয়েও কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যার ফলে এখনো বাংলাদেশ এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য ও রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত ও কৌশলগত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে আন্তর্জতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাতিসংঘ সনদ, প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার সমুন্নত করণ এবং সারাবিশ্বের নির্যাতিত মানুষের প্রতি সমর্থন করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদন্ড সংরক্ষণ করা এবং রোহিঙ্গাদের মত শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের ন্যায় বিচারের দাবিতে তাদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের ঘটনায় আন্তর্জতিক অপরাধ আদালতের বিচারের এখতিয়ার আছে কি-না তা জানতে চেয়ে আইসিসি- এর কৌঁসুলি ফাতো বেনসুদা একটি আবেদন করেছিলেন এবং মে মাসে রোহিঙ্গা নির্যাতন বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা যায় কি-না, সে বিষয়ে বাংলাদেশের মতামত চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং বাংলাদেশ এতে সম্মতিসূচক জবাব পাঠিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ কমিশন সভায় আলোচনা হয় যে, কমিশন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক আদালতে নেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারকে সুপারিশ করবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি-৭ নেতাদের সাথে আলোচনাকালে বলেছেন, "রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে"।

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, রোহিঙ্গা সঙ্কটের চিরস্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে চলমান দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ কার্যকরীভাবে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের শরণাপন্ন হওয়াও অতীব জরুরি। যেহেতু কমিশন রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানের শুরু থেকেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই আইসিসি বা অন্য কোন ফোরামে কমিশন ও সরকার যৌথভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। আইসিসিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম শুরু হলে কমিশনে ডকুমেন্টকৃত তথ্য প্রমাণাদি কমিশন সরকারকে সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছে।

ধন্যবাদান্তে,

১০/০৬/২০১৮

জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন